LIBERTY JUSTICE EQUALITY

CENTRE FOR PROTECTION OF DEMOCRATIC RIGHTS AND SECULARISM
(CPDRS)
WEST BENGAL STATE COMMITTEE
Office: 77/2, Lenin Sarani, Kolkata- 700 013
Mob: 9883717575, 8420094883 Email: cpdrs.india@gmail.com

সম্প্রতি উত্তরাখন্ডের নৈনিতাল জেলার হলদওয়ানির নৃশংসতার নিন্দা করে মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক আজ (২২.০২.২০২৪) এক বিবৃতিতে বলেন,

"গত ৮ ফেব্রুয়ারী ২০২৪ হলদোয়ানির স্থানীয় প্রশাসন অভিযান চালিয়ে একটি মসজিদ এবং একটি মাদ্রাসা ধ্বংস করে। ঘটনাটি স্পষ্টতই ধর্মীয় ক্ষোভ ও উন্মাদনাকে উস্কে দেয়। ঘটনাটির বিরুদ্ধে জনগণ যখন প্রতিবাদ ধ্বনিত করছিল তখন প্রশাসন তদন্তের নামে নির্বিচারে গ্রেপ্তার ও অত্যাচার চালায়। আইনশৃঙ্খলার নামে পুলিশ গুলি চালালে ঘটনা স্থলে ৫ জন প্রতিবাদী নিহত হয়।

শুধু তাই নয়, এই ঘটনার রেশ ধরে স্থানীয় প্রশাসন সমগ্র মুসলিম জনবসতিপূর্ণ এলাকাকে অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে, কারফিউ জারি করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের সমস্ত পথ বন্ধ করে দেয়। আমরা মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-এর পক্ষ থেকে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই।

একটি স্বাধীন দেশে এই ঘটনাগুলি নাগরিকদের মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রশ্ন উত্থাপন করে যে, প্রশাসনকে অযৌক্তিক বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার ক্ষমতা কে দিয়েছে? কর্তৃপক্ষ লিখিত বা মৌখিক নোটিশ ঘোষণা না করে এই ধরনের ধ্বংসলীলা চালাতে পারে কিনা ? প্রশাসন কি বিশেষ সম্প্রদায়কে টার্গেট করে ধর্মীয় বিদ্বেষ উসকে দেওয়ার জন্য এই নির্দেশ দিয়েছিল? প্রশাসন নাগরিকদের প্রতি এমন প্রতিহিংসা নিতে পারে কি ?

শুধু উত্তরাখণ্ড নয়, সামগ্র দেশে নাগরিকদের মনে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে। আমরা মনে করি, প্রশাসনের এটি নিছক ভুল করে করা ঘটনা নয়। নাগরিকদের ঐক্যকে বিভক্ত করার জন্য সাজানো পরিকল্পনা।

এই পরিস্থিতিতে দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থে সিপিডিআরএস দাবি করে -

(১) প্রশাসনের সন্দেহজনক ভূমিকা মূল্যায়নের জন্য একটি ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি গঠন করতে হবে। ভারতের সুপ্রিম কোর্ট বা অন্তত হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের দিয়ে এই ধরনের ঘটনাগুলির তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

(২) ঘটনার সঙ্গে যুক্ত কর্মকর্তাদের কঠোর শাস্তি দিতে হবে।

(৩) ক্ষতিগ্রস্তদের যথাযথভাবে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

(৪) ভেঙ্গে ফেলা কাঠামো পুনরায় নির্মাণ করতে হবে।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস, নাগরিকদের কাছে ভারতের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশে, ধর্ম নিয়ে বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করার দাবিতে এবং বিভাজনকারী শক্তির বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানায়।